দৈনিক ইনকিলাব

১৫

তারিখ 9 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... 7 ...

দৈনিক ইনকিলাব

মতিঝিল মডেল হাই স্কুল সংক্রান্ত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

গত ৪ মে "মতিঝিল মডেল হাই স্কুলে মারাত্মক অব্যবস্থা" শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ এবং ১৩ মে তারিখের প্রকাশিত প্রতিবাদের জবাবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দ্বিতীয় প্রতিবাদে প্রতিবেদকের জবাবকে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করা হয়। প্রধান শিক্ষক যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ইয়াকুব আলী তাঁর প্রতিবাদে উল্লেখ করেছেন সংবাদপত্রে যথারীতি বিজ্ঞাপন দিয়ে একজন সরকারী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদকের বক্তব্য হচ্ছে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকারী প্রতিনিধির

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মডেল স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত রাখলেই যে, সব নিয়োগ বৈধ হবে এমন কোন নিয়মের কথা চাকরি বিধিতে উল্লেখ নেই।

চাকরি বিধির প্রধান শর্ত হলো বিদ্যালয় কমিটির উপস্থিতি। কিন্তু প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত উপ-পরিচালকের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি বিগত ৪ ও ১৩ মে তারিখে পত্রিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিপূর্বেকার প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক শুধুমাত্র ৬ জন শিক্ষকের বহিষ্কারের কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন। এবার তিনি ১৬ জন শিক্ষকের বহিষ্কারের কথাই স্বীকার করেছেন।

প্রধান শিক্ষক সাহেব ২ দিনে মোট ১৬ জন শিক্ষককে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করে ৬ জনের বহিষ্কারের ব্যাপারটিকে অনুমোদনের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাঠিয়েছেন। শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে গত ৩ বছরেও কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়নি। অথচ বাকী ১০ জন শিক্ষককে অবৈধভাবে গত ৩ বছর যাবৎ সাময়িক বরখাস্ত করে রাখা হলেও তাদের ব্যাপারটি প্রধান শিক্ষক বেমালুম চেপে গেছেন। এ ছাড়া অবৈধভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত শিক্ষকদের পুনঃযোগদানের ব্যাপারে বহু-সরকারী আদেশ উল্লেখ করলেও প্রধান শিক্ষক সাময়িক বহিষ্কারকে বিধি সম্মত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া একজন প্রধান শিক্ষকের জানা উচিত সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত শিক্ষকদেরকে পোষণ ভাতা প্রদান কতে হয়; এ ব্যাপারেও তিনি কোন মন্তব্য না করে পাশ কেটে গেছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার দু'টি প্রতিবাদে বার বার দু'টি মেমোতে ২ লাখ ২৯ হাজার ৩০০ টাকা গ্রহণ ও বন্টনের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ উল্লেখিত মেমো দু'টিতে মোট টাকার পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার উপর। এভাবে প্রধান শিক্ষক বার বার ৩টি মেমোকে দু'টি মেমো বলে উল্লেখ ও প্রদর্শন করে ভুল তথ্য পরিবেশন পূর্বক আসল ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

অথচ প্রতিবেদনের বক্তব্য ছিল প্রধান শিক্ষক ৭৫০ টাকা স্কেলের পরিবর্তে ১১৫০ টাকার স্কেল গ্রহণ পূর্বক বিদ্যালয়টিকে বেআইনীভাবে হাই স্কুল প্রদর্শন করে অন্যায়ভাবে টাকা ড্র ও বন্টন করেছেন। এমতাবস্থায় সঙ্গতভাবেই প্রশন উঠে যে, কয়েকবার টাকা উঠানোর পর কেন আবার জুনিয়র হাই স্কুল হিসেবে টাকা উঠিয়েছেন। এ ছাড়া কি অপরাধে প্রধান শিক্ষকের অনুদানের টাকা বন্ধ করে রাখা হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রদান না করে মূল ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক তার প্রতিবাদে ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ পরিচালক কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখার নির্দেশের কথা এবং আড়াই বছর যাবৎ বিদ্যালয়ে কোন কমিটি না থাকার কথা স্বীকার করেছেন। সে সময়ে তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে নিজের মনগড়া গঠিত উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রম চালিয়েছেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করেছেন।

প্রধান শিক্ষক সাহেব এ-ও উল্লেখ করেছেন "উপ পরিচালক বিদ্যালয় প্রশাসন ও স্বীকৃতির ব্যাপারে সন্তোষজনক মন্তব্য করেছেন।" এ ব্যাপারে প্রতিবেদকের বক্তব্য হচ্ছে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পাওয়ার প্রশ্নে ভাল মন্তব্য করুক এটা সকলেরই কাম্য কিন্তু উপ-পরিচালক ১৬ জন শিক্ষকের ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি।

বিগত ৭ বছর যাবৎ বিদ্যালয়ে এডহক কমিটি থাকার প্রশ্নে প্রতিবেদকের বক্তব্য হচ্ছে শুধু মাত্র নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যালয়ে এডহক কমিটি দেয়া হয়। অথচ মতিঝিল মডেল হাই স্কুলে গত ৭ বছরে যে ১৪ বার এডহক কমিটি গঠন করা হয় তাতে প্রধান শিক্ষকের ৩ জন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে বার বার পালা ক্রমে এডহক কমিটির সদস্য করে তাঁর নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন।

প্রতিবাদের ৭ নং অনুচ্ছেদে প্রধান শিক্ষক সাহেব উল্লেখ করেছেন সাময়িক বহিষ্কৃত শিক্ষকদের পুনর্বহালের ব্যাপারে কোন চিঠি তিনি পাননি। এ ব্যাপারে প্রতিবেদকের গত ৪ ও ১৩ মে তারিখের সংবাদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ে কোন কমিটি না থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত নির্দেশ পত্রটি জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়া শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের দপ্তর থেকেও গত ১৪ আগস্ট '৮৪ তারিখে স্মারক নং ২৪৯১৮-ম পত্রে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষকদের পুনর্বহালের নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রধান শিক্ষকের ভাষ্য অনুযায়ী উল্লেখিত নির্দেশ দু'টি তৎকালীন এডিসি (জেনারেল) প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এ ধরনের সরকারী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার এডিসি (সাঃ)-এর নেই। সুতরাং এর পরও ১৬ জন শিক্ষককে অন্যায় ও অবৈধভাবে সাময়িক বহিষ্কারের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য যুক্তিহীন।

প্রধান শিক্ষক তাঁর ১০ নং প্রতিবাদে উল্লেখ করেছেন, বিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত শিক্ষকগণ তাঁর পূর্ব কর্মস্থলের শিক্ষকদের সহিত আঁতাত করে তার বিরুদ্ধে কাগজপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রতিবেদকের বক্তব্য হলো প্রধান শিক্ষকের পূর্ব কর্মস্থলের কার্যকলাপের যে কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে তা সবই তৎকালীন উপপরিচালক কর্তৃক আনীত। অবশ্য ঐ সকল কাগজপত্রে প্রধান শিক্ষকের চরিত্র ও দুর্নীতির যে সব কথা উল্লেখ করা আছে তার কিছু কিছু গত প্রতিবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী তথ্যসমূহ একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে লিখা ঠিক নয় বিধায় উল্লেখ করা হলো না। প্রধান শিক্ষক তার ১০ নং প্রতিবাদে এও উল্লেখ করেছেন যে, অভিযোগকারীদের অভিযোগ অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত তদন্তগুলোর মধ্যে মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর তদন্ত রিপোর্টে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪ জন ছাত্রী ও ২ জন ছাত্রের যে সকল ভাষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করলে গোটা শিক্ষক সমাজের কলঙ্ক বলে প্রতিপন্ন হতে হবে বিধায় সেগুলোর উল্লেখ করা হলো না (প্রেয়োজনে উল্লেখ করা হবে)। উক্ত তদন্ত রিপোর্টে ১৬ জন শিক্ষকের সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য ছিল না। এ ছাড়া প্রধান শিক্ষক তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও ঢাকার এডিসির (সাধারণ) তদন্তসহ তদন্তের কথা উল্লেখ করেছেন/ তার একটিতেও, সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষকদের কোন ভাষ্য গ্রহণ না করে একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গত ৯ সেপ্টেম্বর '৮৫ তারিখের যে তদন্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ৬ জন শিক্ষকের ভাষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

এ ছাড়া ১৯৮৪ সালের জুন-জুলাই মাসে একতরফা পুলিশী তদন্ত ও ফৌজদারী মামলার কথা বলা হয়েছে তাতেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রধান শিক্ষক তার প্রতিবাদে বিদ্যালয় পরিদর্শকের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন, এ ক্ষেত্রেও ১৬ জন শিক্ষকের ব্যাপারে কোন মন্তব্য ছিল না। উল্লেখ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপপরিচালকের পত্র নং ৪০১১ তাং ৩১-৭-৮৪ইং এবং মহাপরিচালকের স্মারক নং ৩১২২৬-ম তারিখ ৩১-১০-৮৪ ইং অনুযায়ী দু'টি তদন্ত রিপোর্টেই প্রধান শিক্ষককে অনতিবিলম্বে বরখাস্ত করে সাময়িক বরখাস্তকৃত ১৬ জন শিক্ষককে চাকরিতে পুনর্বহাল করার সুপারিশ করা হয়। এ দু'টি তদন্তের কথা উল্লেখ না করে প্রধান শিক্ষক সত্য ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন।

পরিশেষে প্রধান শিক্ষক যে ১৪ জন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন তাতেও উক্ত ১৬ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য ছিল না।